যায়যায়দিন

তারিখ ... 02 NOV 2008
পৃঃ ১৮ কলাম ৬

পরীক্ষা ও ক্লাস সাসপেন্ড

বিএম কলেজে ছাত্রদল ও ছাত্রলীগ সংঘর্ষে পুলিশসহ ৪ জন আহত

বরিশাল অফিস

সরকারি ব্রজমোহন (বিএম) কলেজে ছাত্রদল ও ছাত্রলীগ মুখোমুখি অবস্থান নিয়েছে। দু'দলের বিক্ষোভ কর্মসূচি পুলিশের বাধার মুখে গতকাল হতে পারেনি। ধাওয়া-পাল্টা ধাওয়া ও ইট পাটকেল নিক্ষেপে পুলিশসহ চারজন আহত হয়েছে। ক্যাম্পাসে বিপুল সংখ্যক পুলিশ মোতায়েন করা হয়েছে। কলেজ কর্তৃপক্ষ আগামী চারদিনের অভ্যন্তরীণ সব পরীক্ষা ও ক্লাস সাসপেন্ড করেছে।

ক্যাম্পাস সূত্র জানায়, বৃহস্পতিবারের সংঘর্ষের জেরে ক্যাম্পাসে আধিপত্য বিস্তার করতে গতকাল বিক্ষোভ সমাবেশ ডেকেছিল ছাত্রলীগ ও ছাত্রদল। উভয় সংগঠনের কর্মীরা আগে থেকে প্রস্তুতি নিয়েছিল। কলেজ কর্তৃপক্ষ অপ্রীতিকর পরিস্থিতির আশঙ্কায় ক্যাম্পাসের সব গেট সকাল থেকে বন্ধ করে দেয়। বিপুল সংখ্যক র‌্যাব, পুলিশ ও আর্মড পুলিশ ক্যাম্পাস ও এর আশপাশে অবস্থান নেয়। সকাল ১০টার দিকে কলেজের পেছনের গেট দিয়ে ছাত্রদল কর্মীরা প্রবেশ করে। তারা ডিগ্রি হল এলাকা থেকে মিছিল বের করার চেষ্টা করলে পুলিশ বাধা দেয়। এতে তারা পিছু হটে। ক্যাম্পাসে ছাত্রদলের উপস্থিতির কথা জানতে পেরে ছাত্রলীগ কর্মীরা সকাল সাড়ে ১০টায় মঈন তুষার, ইমরুল আহমেদ উজ্জ্বল, মিজানুর রহমান মিজান পৃঃ ১৫ ›› ক ৭

বিএম কলেজে ছাত্রদল-ছাত্রলীগ সংঘর্ষে

(শেষ পৃষ্ঠার পর)

প্রমুখের নেতৃত্বে ক্যাম্পাসে ঢোকার চেষ্টা করলে পুলিশ বাধা দেয়। বাধা উপেক্ষা করে মিছিল বের করলে ছাত্রদল কর্মীরা লাঠিসোঁটা নিয়ে তাদের ধাওয়া করে ও ইটপাটকেল ছোড়ে। এ সময় ইটের আঘাতে পুলিশের কনস্টেবল অহিদুল্লা আহত হয়। পুলিশ লাঠিচার্জ করে সবাইকে ছত্রভঙ্গ করে দেয়। এ সময় তিন ছাত্রকে আটক করা হয়। তারা হলো, গণিত বিভাগের সাব্বির, অর্থনীতি বিভাগের শাহিন ও তাইফুর। পরে তাদের ছেড়ে দেয়া হয়। সকাল সোয়া ১১টার দিকে ছাত্রদল কর্মীরা আবারো ক্যাম্পাসের অশ্বিনী কুমার হলের সামনে জমায়েত হয়। সেখানে তারা এক সমাবেশ করে।

সমাবেশে মহানগর ছাত্রদলের সাধারণ সম্পাদক জিএম আতায়ে রাব্বী, কলেজ ছাত্রদলের সাবেক সভাপতি মাহমুদ বিল্লাহ, নাজমুল হাসান সগীর প্রমুখ বক্তৃতা করেন। সমাবেশ থেকে ছাত্রলীগের সঙ্গে আঁতাতের অভিযোগ এনে কলেজ অধ্যক্ষ প্রফেসর ড. সিরাজউদ্দিন আহমেদের অপসারণ দাবি করা হয়। ছাত্রদল নেতারা জানান, দুপুরে ওয়ার্ড আওয়ামী লীগ নেতারা তাদের কাছে এক সমঝোতার প্রস্তাব নিয়ে এলে তা প্রত্যাখ্যান করা হয়। উদ্ভূত পরিস্থিতি নিয়ে দুপুরে শিক্ষক পরিষদ এক জরুরি বৈঠকে বসে। সভায় সার্বিক পরিস্থিতি আলোচনা শেষে ৪ নভেম্বর পর্যন্ত কলেজের অভ্যন্তরীণ সব পরীক্ষা ও ক্লাস সাসপেন্ড করার সিদ্ধান্ত নেয়া হয়।

বিএম কলেজে সংঘর্ষের পরিপ্রেক্ষিতে দুপুরে জেলা বিএনপি কার্যালয়ে এক সংবাদ সম্মেলনের আয়োজন করে ছাত্রদল। সংবাদ সম্মেলন এক পর্যায়ে প্রতিবাদ সমাবেশে রূপ নেয়। যুবদল কেন্দ্রীয় কমিটির সাধারণ সম্পাদক সৈয়দ মোয়াজ্জেম হোসেন আলাল অভিযোগ করে বলেন, চার সিটি করপোরেশনে জয়ী হয়ে আওয়ামী লীগ এখন বিএনপি ও ছাত্রদল কর্মীদের ওপর হামলা-নির্যাতন শুরু করেছে। ছাত্রদল নেতাকর্মীদের ওপর হামলার ঘটনায় তিনি মেয়র শওকত হোসেন হিরনকে দায়ী করে বলেন, তার উস্কানিতেই ছাত্রলীগ এখন বেপরোয়া হয়ে ক্যাম্পাস।